বিশ্বস্ত আততায়ী

আফসানা কিশোয়ার

অফিসে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ বসে আপনার যদি উদাস বিকেল দেখতে ইচ্ছে করে আপনি কি করবেন? চিত্রশিল্পী হলে আনমনে হয়তো আস্ত একখান বিকেল এঁকে ফেলবেন—কবি অক্ষরের আঁকিবুকি করে ফেলেন, নিজের জীবনকে কারাগারে বন্দি ব্যক্তির সাথে তুলনা করে সাময়িক ক্ষোভ ঝাড়েন। বন্দি হৃদয় ঠিকই এদিক-ওদিক কান খুলে শুনে ফেলেন তার প্রিয় 'ঢাকা শহর' নিয়ে মানুষের গুনগুনানি—শত অপবাদের আড়ালেও ঢাকাশহর যে কবির মনে চিরজাগরূক সে বয়ান আমরা পাই গানের ঢঙে লেখা 'ঢাকা আমার ঢাকা' কবিতাটিতে। গণতন্ত্রের নামে মানুষ পোড়ানো তাকে যেমন ভাবায় তেমনি 'এইসব দিন রাত্রি নাটক'-এর টুনি মারা গেলে প্রিয় বন্ধুর হত্যা তাকে ভারাক্রান্ত করে যার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই 'নায়ার লোপা স্মরণে' পদ্যটিতে।

বর্তমানে ক্যান্সারের প্রকোপ ঘরে ঘরে, কর্কটের ছোবলে মাতৃবিয়োগ কবিকে করে তুলেছে নিঃস্ব রিক্ত-কেমোথেরাপিকে কবি বিন্দু বিন্দু বিষ হিসেবে অভিহিত করেন, যা সবার আয়ুকে বাড়ায় না এমনও বলেন।

অনেক পরিকল্পনা বা ইচ্ছা থাকলেও জাগতিক দায়িত্ব, পেশাগত ঘেরাটোপ কেটে কবি কিছুতেই নিজস্ব সত্তার মুখোমুখি হবার, কাগজে কলমে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ সময় কোনটাই পান না—তাই নিজেকে নিজের আততায়ী মনে করেন কবি, এভাবে রচিত হয় *বিশ্বস্ত আততায়ী* কবিতাটি।

www.utsoprokashan.com

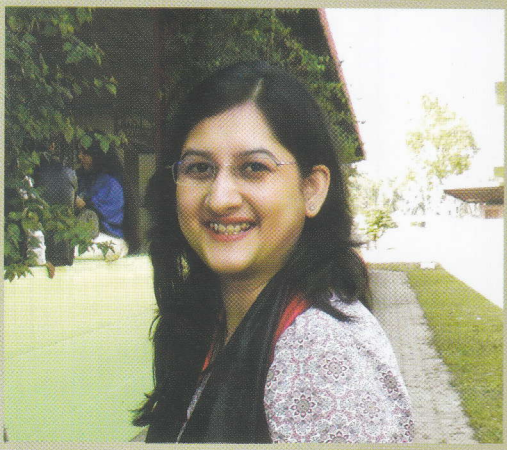

সময়ের সাথে সাথে এক সময় কাগজের আবেদন শূন্য হয়ে যাবে—এমন ধারণা যেদিন বাস্তব হবে, সেদিন হবে, এ বিশ্বাসে এখনো ছাপা বই এর মেলা হয়। সেই মেলার জন্যে লেখককুল আজও অপেক্ষা করে। তিন বছর অপেক্ষা করে কবি আফসানা কিশোয়ার তার নবম কাব্যগ্রন্থ *বিশ্বস্ত আততায়ী* প্রকাশ করলেন। কবি যেখানেই যে পরিস্থিতিতেই থাকুন না কেন, কবিতা কবি মাত্রেরই পরম আদরণীয় ও আরাধ্য বিষয়। তাই পেশাগত ব্যস্ততা কিংবা পারিবারিক বিপর্যয় অথবা দেশিয় সমাজ বাস্তবতা যা মনে আলোড়ন তোলে এমন বিষয়কে সম্বোধন করার মাধ্যম কবিতাই হয়ে ওঠে নিঃসংকোচে।

আফসানা কিশোয়ার এর জন্ম বেড়ে ওঠা বসবাস ঢাকাতেই। ১৯৭৮ সালের ৮ মার্চ থেকে তিনি এ শহরের বাসিন্দা। বর্তমানে কবি একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত।

www.afsanakishwar.com-এ ওয়েবসাইটে কবির অন্য বইগুলো বিনামূল্যে পড়ার জন্যে পাওয়া যাবে।

ই-বার্তা afsana.kishwar@gmail.com
অন্যান্য

https://www.facebook.com/Lochan78

ISBN : 978-984-92381-9-5

প্রকাশনায় সতেরো বছরে
উৎস প্রকাশন

স্বত্ব
কবি

প্রকাশকাল
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
ফোন : +৮৮০ ২ ৯৬৭৬০২৫, ০১৭১৫ ৪০৪১৩৪
e-mail. utsopro@yahoo.com / web. www.utsoprokashan.com

প্রচ্ছদ
আবু হাসান

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ১৫০ টাকা

Bissowsto Atotae by Afsana Kiswar Published by Mustafa Salim of
Utso Prokashan 127 Aziz super market (2nd floor)
Shahbagh, Dhaka 1000
Phone : +880 2 9676025, 01715 404134

ISBN : 978-984-92381-9-5

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com/utso // www.porua.com.bd // www.boimela.com

উৎসর্গ

আমার সন্তানেরা—
দীপিতা, রূপকথা ও রূপাই
যাদের কারণে এই বেঁচে থাকা
শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বয়ে বেড়াই প্রতিদিন।

আমার আম্মু—
যার কারণে এ অপূর্ব পৃথিবীতে
আমার আগমন, অন্যভুবনে বাস করা তার
কাছে যাবার অপেক্ষা করি জ্ঞাতে অজ্ঞাতে।

লেখকের প্রকাশিত অন্য বই

জেণ্ডার জনম (কবিতা)
বারুদ ফিরিয়ে নাও (কবিতা)
করোটিতে মৃত্য (কবিতা)
অ-পরবের দিন(কবিতা)
জলপাই, অপছন্দ যে কারণে (কবিতা)
পাল্টায় নারী, বাহারি (কবিতা)
শব্দোৎসব (কবিতা)
ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায় আসে না (ফিচার)
পাখি ও সম্রাজ্ঞী (গল্পসংকলন)
ত্রৈরাশিক (বড়গল্প)
নস্টালজিয়া (ছোটগল্পের অণুগ্রন্থ)
নিষিদ্ধ ইশতেহার (অণুকাব্যগ্রন্থ)
রোজনামচা : ভালোবাসা (কাব্যোপন্যাস)

সূচিপত্র

পাখির বুলি	০৯
পারমিতা	০৯
ঢাকা আমার ঢাকা	১০
চিনবে কি আমাকে?	১১
হিংস্র শ্বাপদ	১১
একদিন বরষায়	১২
চাঁদের পাহাড়	১২
প্রেম সংহার	১২
বিরহী স্বজন	১৩
অণুঘটক নিশাদল	১৩
তোমাকে পাওয়া	১৩
ঈগলের জলছবি	১৪
জীবন মানে অস্থির ভুল	১৪
নায়ার লোপা স্মরণে...	১৫
একটি তরল দিন	১৬
হিসাব বুঝে নাও	১৭
কুম্ভীরাশ্রুতে দ্রব হওয়া	১৯
মেডুলার সংকেত	২০
খোঁজ	২১
নিজেকে অস্বীকার করা	২১
বৃষ্টি রিলক	২২
কবি মরে যাচ্ছে	২৩
মুখোশ বিনিময়	২৪
কবির উপন্যাস লিখা হলো না	২৫
চতুর্থবার	২৬
দেখা হয়েছে জীবনের শেষ	২৭
মায়ার চোরাস্রোত	২৮

অভিজিতের মৃত্যুতে ২৯
আমি খুব খারাপ গুরু ৩০
মাংসাশী হবার সাধ ৩১
তরুণী ধর্ষণ, আমার শীতার্ত স্তন ৩২
সন্তান ৩৩
হাহাকার ৩৩
প্রত্যহের ক্ষয় ৩৪
দায় ৩৪
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ৩৫
ঘুমন্ত চেতনা ৩৬
বেঁচে থাকা যায় ৩৬
হিরণময় নীরবতা ৩৭
কষ্ট ৩৭
মন খারাপের লিরিক ৩৭
জীবিকার ফিকির ৩৮
হারানো ইচ্ছা ৩৮
কেরানির পাল ৩৮
জীবিকার ঘানি ৩৯
ভাঙলো খেলাঘর ৩৯
কন্যাকে ৩৯
একলা, একেলা ৪০
দায়িত্বের পাহাড় ৪০
মনুষ্যত্বকে মনে পড়ে ৪০
মা, তোমাকে মনে পড়ে ৪১
মৃত্যুর প্রভাব ৪২
নীরবতা ৪২
থাম্বরুক ৪৩
ছারখার ৪৩
সব নিলো ভুল মানুষ ৪৪
কাবুলিওয়ালা নই ৪৪
সবশেষে-মৃত্যু ৪৫
শরীরী সত্তা ৪৫
তুমি আমি সে ৪৬
শুদ্ধ প্রেম ৪৬
এখানে অন্য কেউ ৪৭
শান্তি ৪৭

প্রেমের চোখে ৪৭
বিজলির শঙ্কা ৪৭
প্রিয় প্রেম ৪৮
স্মৃতি ৪৮
খাঁচা ৪৮
ব্যবহার ৪৯
ডিজিটাল লোভ ৪৯
পাপ ৪৯
বিরল স্বস্তি ৪৯
মানুষ পরিচয় ৫০
মিডিয়া ৫১
অনুভূতির শেষ পারদ ৫১
বিশ্বস্ত আততায়ী ৫২
আমার স্মৃতি ৫৩
তোমাকে খুঁজি না আর ৫৩
স্তব্ধ জীবনের শিস ৫৪
তাঁর কাছে নত ৫৪
অর্থ ৫৪
ভুল জীবনাচার ৫৫
অন্তর্জালে বন্দি ৫৫
বাকি নেই বলার ৫৬
ফিরবে না ৫৬
শেষ ট্রেন ৫৭
প্রিয় ফুল, নির্ভুল ৫৮
আকাশের উরু কাঁপে ৫৯
জীবনের গল্প হোক ৬০
বাস্তু কবুতর ৬১
শূলে চড়ে হলুদ হাড় ৬২
সাচ্চা গান ৬৩
অফলাইন ৬৩
পুরোনো টুথপেস্ট ৬৪
শূন্যতায় মেঘমল্লার ৬৫
মনব্রাজক ৬৫
নিষেধের 'না' ৬৬
ডোনাল্ড ট্রাম্পের শিষ্য ৬৬
ধার্মিক কবি ৬৭

আমিত্ব'র চর ৬৭
হারানো ফুলকি ৬৮
আমাকেই খোঁজো ৬৮
ব্যথার অনুবাদ ৬৮
ধারে কাটা ৬৯
লুকোনো পক্বকেশ ৬৯
দুঃখী আত্মা ৭০
তুমি উপশম ৭০
রোদ পাখা, মানুষ ৭১
যত্ন করে বারবার ৭২
শিশ্নবাদী পৃথিবী ৭২
স্বজন হারানোর স্বাদ ৭৩
মূক ও বধির নই ৭৩
বরবাদ সভ্যতা ৭৪
ওয়াই-ফাই এ বন্দি ৭৫
রুপোলি চুলের গল্প ৭৬
দায়িত্বের ফণিমনসা ৭৬
জ্বল জোনাকি ৭৭
কে সমুখে দাঁড়ালে? ৭৭
জল পানি'র কাহানি ৭৮
চেপে বেঁচে থাকা ৭৮
খারাপ মেয়ে, সবুজ? ৭৯
মুঠোভর্তি পাপ ৮০

পাখির বুলি

পাখির বুলি কত যে শুনি
হায় মহাসময় হয়ে যায় ক্ষয়
শূন্য ঝুলি, ফাঁকা হৃদয়
এ জীবন বুঝি কয়েদিরও নয়!
নিয়ম শাসন জীবিকা
দু'চোখ পায় না কোনোকালে
সূর্যের দেখা—
নদীর স্রোত দিন-রাত
মাখামাখি চলে যায়
হায় মহাসময় হায় আয়ু
সমারোহবিহীন দিকশূন্যপুরে ধায়।

পারমিতা

এভাবে ভালোবাসা হয় না পারমিতা
হয় না দেখা হয় না কথা
বোঝে না কেউ বুকেরও ব্যথা
এভাবে ভালোবাসা হয় না পারমিতা

কত শত উৎসবে মুখর শহর
একা একা কাটে আমার অষ্টপ্রহর
খোঁজে না কেউ মেঘ বারতা
এভাবে ভালোবাসা হয় না পারমিতা

বিচ্ছেদ এবার হবেই হবে জানি
গহীনে থাকুক বিষাদেরও কানাকানি
চাই না চাই না মিথ্যে সমঝোতা
এভাবে ভালোবাসা হয় না পারমিতা।

ঢাকা আমার ঢাকা

এই শহরটা ভীষণ পঁচা ধোঁয়ায় ধূলোয় ঢাকা
বলছে সবাই এই শহরে যাচ্ছে না আর থাকা
এই শহরটা জ্যামে জ্যামে হচ্ছে জেরবার
এই শহরটাকে বাসের অযোগ্য
সময় এসেছে বলবার
যে যা বলো ভাই
এই শহরেই আমি মরে যেতে চাই
এই শহরের পথে পথে ছড়ানো আমার
শত প্রথম স্মৃতি, এই শহরেই বাঁচি মরি
এই শহরেই স্থায়ী বসতি
এই শহরের রিকশায় বসে প্রথম চুমু খাওয়া
এই শহরেই বসে আমি প্রথম উড়িয়েছি ধোঁয়া
এই শহরেই হয়েছি আমি শিশু থেকে ঘরণী
এই শহরটাই যেখানে যাই হৃদয়ে বহন করি
এই শহরে স্কুল-পালানো প্রথম সিনেমা আড্ডা অভিমান
এই শহরেই দুঃখ আনন্দ হৈ হল্লা গান
এই শহরটা যত দূরে যাই ঢাকা আমার ঢাকা
প্রেম অপ্রেম ঘৃণা ভালোবাসায়
বুকের ভেতর ছিল আছে থাকবে রাখা
ও আমার ঢাকা ও আমার ঢাকা
তোমাকে ছাড়া আমি কিস্‌সু না
তুমি বুকের মাঝেই রাখা।

চিনবে কি আমাকে?

হিসেবের ছক কাটা ছন্দে যদি কাটাতাম জীবন
তোমাকে ভালোবাসা হতো না তো
তোমার নিস্তব্ধতার ভেতর যদি
ছুঁড়ে না দিতাম ধ্বনিময়তা
তোমাকে ভালোবাসি বলা হতো না তো
খরতাপে জল ঢেলে সন্ন্যাস না নিলে
তোমাকে বোধে জাগ্রত রেখে
মেটাতে পারতাম না জীবনের দাবি।
কাঁচপোকা হয়ে কৃষ্ণচূড়ার শিশির মাখা
সে ই তো আমার আনন্দ আজ
নির্বাসনে রেখে ষড়ঋতু আমার
গেরুয়া সাজ, বায়ুযানে চড়ে
তোমার অবতরণের অপেক্ষায়
আমাকে দেখবে তুমি নির্জন পূর্ণিমায়—
অনেক নারীর ভিড়ে চিনবে কি আমাকে
সব অনুভব একপাশে রেখে?

হিংস্র শ্বাপদ

সময়ের সংঘাতের ভেতর নিরুৎসক
চেতনা নিয়ে আমরা বসে থাকি
গণতন্ত্রের গরিমায় জ্বলেপুড়ে ছারখার
শত প্রাণ সহস্র সম্পদ
রাজনীতি বলে যারা রচে যায় মায়ার
কুহকজাল, মানুষ নয় তো তারা
হিংস্র শ্বাপদ।

একদিন বরষায়

একদিন বরষায় খুব ভিজে গেলে
দুজনে সন্ধ্যার আঁধারে
সাইবার ক্যাফে খুঁজে
আড্ডার খুঁনসুটিতে খুক্‌খুক্‌
হেসেছি মুখ বুঁজে।
আমার আষাঢ় এখনো বৃষ্টির ছাঁটে
স্মৃতির কড়িবরগা গুণে কাটে
ধোঁয়া ওঠা কাপ তামাকের ভাঁপ
খালি রিক্‌শা থামাতে বাড়ানো হাত
গল্প হয়ে যায়,
ঠোঁটের কোণে মিষ্টি সেসব দিন
হাসির দাঁড় বায়।

চাঁদের পাহাড়

চাঁদের পাহাড় কোন দেশে
ঢলে পড়ে দিন শেষে
জানা হয় না আর
এপারে আমি, ওপারে
তোমার গোছানো সংসার!

প্রেম সংহার

তোমাকে ছোঁবার তৃষ্ণা
মিটলো না একালে একবার
জয়ী বাস্তব করে নেয়
প্রেম সংহার!

বিরহী স্বজন

যতটা প্রকাশ
তারচাইতে বেশি গোপন
আমি জানি কি চাই
আর জানে বিরহী স্বজন

অণুঘটক নিশাদল

নিশাদল হয়ে উড়ে গেলে
প্রথম বিশ্ব আপ্লুত তোমাকে পেলে
অণুঘটক অবশেষ
তলানি এ-ই আমাকে বলা চলে।

তোমাকে পাওয়া

ঘৃণায় বসবাস, বিতৃষ্ণায় আটকানো শ্বাস
মেনে নেয়া সয়ে যাওয়া
জীবন যেন ঘনমেঘে ছাওয়া
হায় প্রেম! কবির হলো না
তোমাকে পাওয়া।

ঈগলের জলছবি

এমন সব বরষায় ঈগলের ডানা হতে
রোদ মুছে জলছবি এঁকে দেবার সময়
তোমার কথা ভীষণ মনে পড়ে;
তুমি ছাড়া আমার কোনো সুহৃদ ছিল না
কোনকালে এ পোড়ার শহরে।
মানুষ আজকাল ভার্চুয়ালি ভীষণ মানবিক হয়ে উঠেছে,
তাই পাশে-বসা সঙ্গীর বুকের ক্ষরণ
কি স্থবির মস্তিষ্কের খোঁজ একদম মরে না গেলে পায় না।
একমাত্র তুমিই ছিলে যে ভীষণ ব্যস্ততা থাকলেও
আমার কারুণ্য দেখলেই সব সরিয়ে বলতে
'ছোটপাখি আমার বুকে আয় না!'

জীবন মানে অস্থির ভুল

আমি বৃষ্টির ফোঁটা গুনি
আমি কান পেতে নিজের সব কান্না শুনি
আমি মানুষ পাঁচ সের দায়িত্ব
পিঠে বেঁধে দিলে তা নিয়েও চলি
এইসব মনুষ্য জীবনযাপনের এত তোড়জোড়
ইসাবেলা আমার কাছে
এক একটা অবাক ভোর,
প্রিজমের লুকোচুরিতে খোলে না আলোর দোর।
আমি কেমন তরো মুক্তির জন্যে আকুল
সে তুমি ছাড়া কেউ বোঝে না
(জীবন মানে আমার কাছে শুধু-ই
অস্থির ভুল)

নায়ার লোপা স্মরণে...

আমরা ফেসবুক দেখি, দেখি তোমার
মেক্‌আপ চর্চিত অবয়ব
পার্টি-যুগলে ছবি, গুগলে তোমার
নাম লিখলে সাফল্যের ফিরিস্তি;
আমাদের কাছে তুমি সুখী মানুষের
আইকন হয়ে ওঠো;
তোমার এক একটি ফটো
সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতি হয়ে ধরা দেয়—
তোমার সন্তানদের দেখে আমরা ভাবি
তারা পূর্ণ দুধে-ভাতে-সম্পদে।
আমাদের সামনে মায়াময় শান্তির
দাম্পত্য পাওয়ার পয়েন্টের
স্লাইডের মতো ভাসে।
সে তোমার পিউপিলের পেছনের বিষাদ
জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত,
মানিয়ে নেবার খেলা, মানতে না পারার
অভিসম্পাত-হাজার ওয়াটে জ্বলে পোড়ে
তুমি নেই সেই সংবাদে।
আমরা মূক হই, বধির হই,
আমাদের জানা মিথ্যে প্রমাণিত হয়—
তোমরা কেন এত অন্তর্গত পদ্মগোখরা বন্ধু?
আমাদের হাতগুলো বিবশ হয়
তোমাকে সময়ে আলিঙ্গন করতে না পারার শোকে—
একজন ডলি আনোয়ার, একজন মিতা নূর
একজন নায়ার লোপা সব অস্বীকার করে
চলে যায়... পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র
কি তবে আমাদের শুধু একা, আরও
একা হতেই শেখায়!

একটি তরল দিন

একটি দিন, একটি তরল দিনের জন্যে
সে কী প্রতীক্ষা এ অভাজনের!
যে দিনে ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বমানববাদী
হয়ে উঠতে হবে না,
উন্নত বিশ্বের গিনিপিগ পরীক্ষায়
বেঘোরে প্রাণ হারানো মহামারীর খবর পড়ে
উদ্বিগ্ন হতে হবে না—কে কে কোথায়
ধর্মের নামে অপহরণ মুণ্ডু কর্তন করছে
তা নিয়ে নিজের বুকের
লাবডুপ শব্দ শুনতে হবে না।
কখনো কি আসবে তেমন তরল,
রোদ চোষা মেঘপূর্ণ হিরণময় দিন!
আড়ালে হেসে ওঠা ও মনটাকে আমি চিনি—
সে সব দোষ চাপিয়ে দেয়
নেট ও ফোনের উপর—
তাই প্রতিটা দিন এখন যন্ত্রণা কাতর
ভীষণ ভীষণ সংবাদমুখর,
বিচ্ছিন্নতা এক এক সময় আশীর্বাদ
বিচ্ছিন্ন হতে চাই একেবারে প্রাচীন-নিখাঁদ;
তবেই পাওয়া যাবে ম্যাজিক মহার্ঘ্য
রোদ চোষা মেঘ ছায়ার তরল রঙিন দিন।

হিসাব বুঝে নাও

তুমি যে কোন নিষেধে কুঁকড়ে যাও
জন্ম থেকে মৃত্যুঅবধি কেবল
ভালো খেতাব চাও।
তোমাকে নিয়ে ওরা গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করে,
তার মধ্যে ভরে দেয়
ঈশ্বর বা ধর্মের ব্রাউন সুগার,
তুমি বুঁদ হয়ে রও।
ওদের তোমাকে সজ্জিত দেখতে ইচ্ছে করে—
তুমি আপাদমস্তক নিজেকে সাজাও;
ওদের ইচ্ছে করে তোমার স্বাধীনতাকে
অন্ধকারে ঢেকে দিতে,
তুমি সুরা, প্যারা ইত্যাদির রেফারেন্স টেনে
নিজেকে ঢেকে নাও।
ওরা তোমার জেন্ডার, তোমার পোশাক
তোমার স্বভাব সব লক্ষ্মণ রেখায় এঁকে দেয়—
তুমি মেনে নাও।
ওদের প্রয়োজনমতো তোমাকে ওদের জীবনের
সম্পূরক বলে, তুমি আবেশে
বাহ্ বাহ্ করে ওঠো।
ওরা কি তোমার মাউথ পিস?
তোমাকে ওরা নারীবাদী বললে
মুখ কালো করে হায় হায় রব তোলো।
কেন?
তোমার গ্রন্থ তুমি নিজে মেয়ে,
তোমার যদি ফূর্তি করতে ভালো লাগে
দু হাত তুলে ওঠো নেচে গেয়ে।
তোমাকে ওরা সিমন ব্যুভেঁরা বলুক
তোমাকে ওরা তসলিমা নাসরিন বলুক—
নিজেকে জানার বুঝবার চেষ্টা রাখো
জাগরূক।

তুমি তুমিই
তুমি ছাড়া স্রষ্টা গ্রন্থ অচল
ধর্ম থাকবে না তুমি জেগে উঠলে
তুমি শুধু তুমিই নিজের পরিপূরক
নিজের হিস্যা বুঝে নাও।
ঐসব বুজরুকি কথায় কুঁকড়ে উঠো না
বিশ্বে কেউ কাউকে কিছু দেয় না—
তুমি শোষিত তারা শোষক
এ বয়ানটুকু মাথায় গেঁথে নাও।

কুম্ভীরাশ্রুতে দ্রব হওয়া

বিবিধ রাত্রি বিষ পিঁপড়া হয়ে ঘুরে
মস্তিষ্কের নিউরনে
চ্যাট অ্যাপ্ পূর্ণ হয়ে ওঠে
ন্যায়-অন্যায়ের সমীকরণে।
যেসব ভালোবাসা অধিকার করে নেয় সমগ্র সত্তা
এমন কী একটু এদিক-ওদিক
হয়ে উঠতে পারে প্রাণঘাতী
তেমন সম্পর্কে কেন পড়ে থাকা
তেমন সম্পর্ক শুধরাবে
কেন এমন সম্ভাবনা দেখা!
সন্তান নারীর একার নয়
মাতৃত্ব নয় শুধু নারীর দায়
দাম্পত্য মানে যদি হয়
দড়াবাজিকরের খেলা
যতি টানা জায়েজ;
নারী বলে জীবনকে করতে হবে হেলা ফেলা!
বৈশ্বিক সত্য বলে কিছু নেই
বেঁচে থাকার চাইতে কি মূল্যবান
সম্মান অথবা সন্তান!
এভাবে, এভাবে ঝরে যাবে এক একটি প্রাণ?
আমরা যে চলে গেছে তাকে
ফিরে পাওয়া যাবে না ভেবে
বিচার না চেয়ে নীরবতায় কণ্ঠ বুঁজে রবো
অন্যায় বারবার জয়ের ঝাণ্ডা উড়াবে
আমরা কুম্ভীরাশ্রুতে হতে থাকবো দ্রব!

মেডুলার সংকেত

না, কোন রাজপুত্র এসে উদ্ধার করেনি
আমাকে কোনকালে
তেমন স্বপ্নও ছিল না ড্রুপিডিপল
চোখ দুটোতে।
জানতাম অনায়াসে কিছু হবার নেই
এ জীবনে
অভিলাষী শরতে শিউলি ফুল
ঝরে পড়ে স্মৃতি হয়ে,
জোয়াল টানতে টানতে যখন মাছি ওড়া
অদৃশ্য ঘা
ভেবেছিলাম নিজেই খুলে নিতে পারব
করণিক আচ্ছাদনটুকু।
মানুষের স্বার্থপরতা আমার মানুষ
হওয়াকে ঠেকাতে পারেনি।
কেবল মায়ার জালে ধরা পড়ে গেলাম
আমি সংসারী পোকা,
ব্যাক পকেটে বিদ্রোহ রেখে
নির্বোধের ভান করে
কেটে যাবে কি বাকি আয়ু!
অশান্ত স্নায়ু, সিডেটিভ আপোসনামা
ছিঁড়ে মেডুলাতে শুধু এ সংকেতই
পাঠায়, নিরবিচ্ছন্ন...

খোঁজ

আমি আজো ঘুরে ঘুরে
তোমাকেই খুঁজি
ভালোবাসা জমা থাকে
স্মৃতিটুকুই পুঁজি

নিজেকে অস্বীকার করা

ছিন্ন খঞ্জনা বুকের ভেতর নেচে যায়
বন্দি দু'পা মনে মনে
বালুকাবেলা পাহাড় মরুভূমি
কত কী যে পার হতে থাকে!
ছায়াঘনানো সন্ধ্যা, মুঠোতে পুরা

ক্লান্ত-কর্মমুখর দিন জুড়ে দিয়ে
রাতের কাঁধে
প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় অবিরত—
জীবনের কি মানে?
সেই মানে খোঁজা হয়নি আর।
পাখিদের ঘরে ফেরা ভুলে গেছি কবে
গলা ছেড়ে গান গেয়ে
দল জমানোর স্মৃতি
হাওয়াই মিঠাই হয়ে মিলিয়ে যায়;
যাপিত সময়ের স্রোতে—
কেউ কেউ পারে সব অস্বীকারের
সাহস করবার।
কেউ কেউ একা হতে হতে,
দলছুট হতে হতে,
কাটাকুটির ঘর বুকে নিয়ে
নিজেকে অস্বীকার করে পড়ে থাকে।

বৃষ্টি রিলক

বৃষ্টি মানে রোমান্টিকতার হাতছানি
গভীরে ভাবি কত নদী ভাঙছে
কত মানুষের ডুবে গেছে ছোট্ট ঘরখানি।

বৃষ্টি মানে তোমাকে ছুঁতে না পারার
মন খারাপ করা বিকেল
পাখিদের কিচিরমিচির, ভেজা
স্লিপারে গা মুচড়ানো কু ঝিক্‌ঝিক্‌ রেল।

বৃষ্টি মানে আদর পাগল বর্ষাতি
আর জল ভাঙার গান,
বৃষ্টি মানে প্রখর তাপ শেষে
জলবিন্দু ঝোলা সবুজ পরাণ।

বৃষ্টি মানে লং-ড্রাইভ কিংবা
কাবাব-এর ঘ্রাণ,
বৃষ্টি মানে স্মৃতির সৈকতে
ভীষণ ঢেউয়ের টান।

বৃষ্টিতে ভেজে রাস্তা ভেজে জানালার গ্রিল
আমি বলি মন খারাপ পালাও
আসো নাচি রোদ্দুর থোকা
আলো ঝিলমিল।

কবি মরে যাচ্ছে

তোমাদের আমি সন্তান হলাম
নাম দিলে মেয়ে,
বৈধ বাবা-মা পেয়ে
খুশিতে গেলাম ছেয়ে।

ভাইদের বোন হলাম,
বন্ধুদের দোস্ত,
কাজের জায়গায় কলিগ হলাম
কর্মপটু, ভীষণ ব্যস্ত।

সঙ্গীর সঙ্গীনী হলাম
সন্তানের মা
এভাবে আমার গায়ে
আপা, খালা, ভাবি, ফুপু
বৌমা, ননদ, ননাস ইত্যাকার
হাজারো সম্পর্কের স্ট্যাম্প
যার তালিকা শেষ হবার না।

লেখকের পরিচয় যখন
সামাজিক সম্পর্কে আটকে যায়,
লেখক কবি ভেতরে ভেতরে
প্রতিদিন মরে যায়—
কেউ জানে না, কবি ছাড়া।

মুখোশ বিনিময়

অনেক হলো মুখোশ বিনিময়
ভদ্রতার খাতিরে,
অনেক হলো সাফল্য ব্যর্থতার
হিসাব সমাজ নির্ধারিত নিক্তিতে;
সহজ হবার সাধ জাগে ভেঙে
ধূসর কঠিন মুখরতা—
যেখানে ব্যথার অর্থ সত্যি-ই ব্যথা
সুখের ভাগীদার শুধুই সুখ
বুকে পেরেক ঠুকে, পিঠে ছুরি গেঁথে
দিলেও বলতে হবে না—
না, না তেমন কিছু হয়নি
আমার মন এতটুকু ক্ষয়নি।
আমার তুমুল সত্যি মানুষ হতে ইচ্ছে করে
শিশুর মতো, কাঁদতে ইচ্ছে করে যখন হই
প্রকৃত আহত।
অনেক হলো মুখোশ বিনিময়—
এ সভ্য সভ্য খেলার নিয়ম
আমি জেনে গেছি আমার জন্যে নয়।

কবির উপন্যাস লিখা হলো না

কবি প্রতিদিন মুক্তি চায়
কবি প্রতি জনে আশার বাণী শোনায়;
তার অন্তরীণ আত্মার মর্মর ধ্বনি
গোপনে লুকায়।
কবি ফি বৎসর নিজের নশ্বর চরণে
নিজেকে ঢেকে ভাবে—
এবার উপন্যাস লিখলে হয়,
কবিতা মনের খোরাক হলেও
এটিএম নয়, উপন্যাসের সর্বত্র জয়।
খাবারের গাড়ি, গাড়ির পার্টস
মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট
কিছু একটার ব্যবসা যদি ধরা যেত
কবির হয়তো দশটা ছটা
ঘেরাটোপ হতে মুক্তি মিলতো।
মানব ও মনন কতক আলো
কতক অন্ধকার—
কবি হাসে, সবাইকে বাণী শোনায়
আশার-কবির ভেতরে অবিনশ্বর
আকাশ, ভুলে যাওয়া নক্ষত্রের ঢং;
থাক্ ব্যবসা হবে না, তবে এবার
পরিবর্তন হোক বিষুবরেখার
তাও বুঝি হলো না—
কবি বন্দি থাকুক এটিএম-এ
সময় হবে না উপন্যাস লিখবার।

চতুর্থবার

তিনযুগ পার হয়ে গেল
পাতা ঝরা দেখে।
পরিবর্তিত হয়েছি ভাবতে ভাবতে
ধরা পড়ে গেছি মৌল ছকে।
ভালোবাসা সে যেন মরা নদী
গোপনে কেঁদে বলে
ড্রেজিং দরকার।
মানুষ তার কত দাবি দাওয়া
শালিক ঠোঁটে নেয় খড়কুটো
প্রতিশ্রুতি চোখের জল মুক্তো, ঝুটো
সম্পর্কের অলংকার।
শেষ বাঁশি বেজে গেছে
রয়ে গেছে স্মৃতি আর
অপূর্ণ একটি সাক্ষাৎকার।
তৃতীয় বিশ্বের তৃতীয় শ্রেণির
শব্দসম্ভার,
প্রথম বিশ্বে কড়া নেড়ে ডেকে ওঠে
সর্বরোগের সংহার,
ভালোবাসা হোক তুমুল
তৃতীয় মৃত্যুর পরেও
চতুর্থবার।

দেখা হয়েছে জীবনের শেষ

তোমাকে পাওয়ার পর
মনে হয় দেখা হয়েছে
জীবনের শেষ,
যে নিরাপদ ভালোবাসা
চেয়েছে মানুষ
সহস্র শীত রাত পেছনে ফেলে
সে আমাদের হয়নি পাওয়া;
আমরা অতিক্রম করেছি
অগণন মাইল,
কখনো মহাদেশ—
এ আশ্চর্য জবান
ইতিহাসের ধর্মগুরু-দরবেশ
কিছু দেখার সাধ করেনি শরীর
আমাদের সবকিছু অপেক্ষামুখর,
ধীর-স্থির।
আমরা ব্যবধানকে সত্য জেনেছি
নিয়ে মাথার উপর
মৃত্তিকাঘন আকাশ—
নক্ষত্রের অকাতর ফিসফাস।
শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি আমাদের
ছিল না কোনকালে,
শুধু ছিল অসমাপ্ত কথা
স্পর্শের রেশ,
তোমাকে পেয়ে পূর্ণতায়
হয় হোক আজ
জীবনের শেষ।

মায়ার চোরাস্রোত

মরণের পসার ঠেলে নীল শিরার কাঁপন
ভুলে যাওয়ার মতো আর কিছু নেই তো
এই সব শব্দের বাঁধন;
ততোধিক প্রাত্যহিকতার ডাক
ঝুলে থাকে বাদুর ডানায়,
বিনম্র প্রাকৃতিক প্রণয়ের আশে।
তোমাকে খুঁজব না আমি
তুমিও আমাকে না—
ধেয়ে যাওয়া মায়ার আঁচল
বুক আঁকড়ে থাকা শিশুর বোল,
আমাদের আকাশ ছেয়ে যাবে
একই রঙধনুতে চাল ধোয়া ছায়া
আবিল অশ্রুতে।
সময় যেতে যেতে একে অন্যকে
না পেতে পেতে,
শ্রান্তিতে ঢের অভিজ্ঞ হয়ে
দেহ অতিক্রম করে
অমানুষিক গ্রহতলে, অন্যের করতলে
বাস্তব রেখে-জাগ্রত বন্ধুতায়
আমরা থাকব না হয় বেঁচে
মায়ার চোরাস্রোতে।

অভিজিতের মৃত্যুতে

খাপ খুললো চাপাতি
বসে গেল মগজ বরাবর
উড়ে পড়লো বৃদ্ধাঙ্গুল
কেউ মরছে
তাতে কী!
বেহুলা লখিন্দরকে বাঁচানোর জন্যে
জনারণ্যে সাহায্য চাইছে
তাতে কী!
আমাদের দরকার ব্রেকিং নিউজ
মোবাইলে স্ন্যাপশট
একটু এগিয়ে ফুটপাতে পড়ে থাকা
রক্ত মাখামাখি 'মগজ'-এর ছবি কট্ ।

আমার কলম চলেছে
লিখা হয়েছে পদ্যের ধ্যাষ্টামি
প্রতিবাদ করেছি প্রতিবাদ করেছি
জেনে রেখো আগামী।

আমি 'ঈশ্বর'-এর গালে অক্ষর দিয়ে
রক্ত লেপে দেই—
কারণ এটাই নিরাপদ।
ধর্ম মানে শান্তির 'কপোত'।
তাই ব-দ্বীপের 'ঈশ্বর'কে কখনো
ভালো নামে ডাকি না
ভয় একটি ছোঁয়াচে রোগ
চাপাতির শপথ—
আমি ধর্ম নিয়ে একটি শব্দও
বলিনি, প্রিয় লিঙ্গমোড়ানো জনপদ।

আমি খুব খারাপ গুরু

আমি খুব খারাপ গুরু
আমি খুব খারাপ
আমার মনের মাঝে হাজার প্রশ্ন
বিশ্বাস অবিশ্বাস করে কেবল আলাপ
আমি খুব খারাপ গুরু
আমি খুব খারাপ

আমার হৃদয় ফ্রেমে
হয়নি বাঁধা স্বর্গের কোনো ছবি
মর্ত্যধামে নেমে আমি
হয়েছি যে কবি
আমার ভেতর কাজ করে
শুধু মানবতাবাদ
আমি খুব খারাপ গুরু
আমি খুব খারাপ

আমার কাছে জিহাদ মানে
তলোয়ারের কোপ
ধর্ম নয় মানুষের মাঝে
দেখেছি আমি বেঁচে থাকার হোপ
এত্ত এত্ত ধর্মবেত্তা
আমায় দিতে পারেনি
নির্দিষ্ট কোনো ছাপ
আমি খুব খারাপ গুরু
আমি খুব খারাপ

মাংসাশী হবার সাধ

নির্দিষ্ট ব্যর্থতায় দেগে যাওয়া সময়ে
হাত পেতে নিতে চাওয়া বৈষ্ণব পদাবলি
অক্ষমতার নামান্তর ছাড়া আর কী!
অস্ত্রের ঝনঝনাতিতে বেড়ে গেছে
মৃতের মুখ, এর মাঝে মানসিক
পরিবর্তন কখনো হবার নয়ঃ
কখনো মুহূর্ত আসে চোখের
বদলা চোখে, প্রাণের বিনিময়ে
প্রাণ; নির্লিপ্ত উদাসীনতা
শোনাতে পারে পরাজয়ের
বাঁধ ভাঙা গান।
নিরামিষাশি হয়ে নয়, কিছু
জিনিস কেড়ে নেবার,
মাইটোকন্ড্রিয়াতে মাংসাশী হবার সাধ
অথবা জীবিতের জয়
বেছে নেবার এই তো সময়।

তরুণী ধর্ষণ, আমার শীতার্ত স্তন

আমার শীতার্ত স্তনেরা আরো কুঁকড়ে যায়
মাইক্রোর ভেতর 'তরুণী ধর্ষণ' খবর পড়ে;
চুপিচুপি বেঁচে থাকার নিয়মগুলো
আওড়াতে থাকি অহর্নিশ—
মেয়ে তুমি প্রশ্ন করো না, মেয়ে তুমি
বিচার চেও না।
আমার জরায়ু আমাকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়
কেন এসব শয়তানের জাত ভাইদের
গর্ভে ধারণ করো নারী?
বজরং, আইএস, জাতিসংঘ মিলেমিশে
ধারণ করে এক রঙ—
একটু প্রতিরোধ করলেই বিশ বছরের উপর
নির্বাসিতা তসলিমার তকমা,
সত্য বললেই ধর্ম না মানা বিধর্মীর ট্যাগ—
ঘরে বাইরে কর্মক্ষেত্রে অর্ন্তজালে;
আমি আমার শীতার্ত স্তন ও যোনীর
প্রতি একবুক বিতৃষ্ণা নিয়ে
ধর্ষণোন্মুখ পুং-স্যাপিয়ানদের
মস্তিষ্কের নকশা বদলের অপেক্ষা করি
সুপার গ্লু সমেত।

সন্তান

তুমি বড় হচ্ছো
আমি বুড়ো
আমার হচ্ছে সারা
তোমার কাঁধে উত্তরাধিকারের
ধরাচূড়ো।

হাহাকার

ভালোবাসা পেতে মরেছি কতবার
ভালোবাসা ছেড়ে
বেঁচে আছি
নিজেও জানি না
কত গভীরে জমেছে
নিযুত হাহাকার

প্রত্যহের ক্ষয়

এই প্রবল বলয়
ঘূর্ণিতে লেপ্টে যাওয়া
মন/হৃদয়
একেবারে শেষ হয় না
ধুঁকে ধুঁকে দেখি
প্রত্যহের ক্ষয়

দায়

যে চলে যায়
তার থাকে না দায়
যে থাকে তাকে
পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র
জীবিকা, কুরে কুরে খায়।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে

নিজের ভেতর বাস করা
'আমি'কে প্রতিদিন ঘুম পাড়াই
ডায়াল করে চলি ভুল নাম্বার।
জানি কোথাও কোনো সংযোগ নেই
তবু ভুলের মাঝেই আমার
অহর্নিশ নিদ্রা আহার।
সুতো বাঁধা ফড়িংয়ের ফরফর
ডানা ঝাপ্টানো, মাছের কানকো
চেপে সাঁতার কাটা—এ-ই-তো
'আমি';
সমূহ জীবনের পুনরাবৃত্ত সম্ভার
ধর্ম বিধি নিষেধ ইত্যাকার পাহাড়,
একদিন কোনো একদিন ইসাবেলা,
ফিরব হয়তো নিজের ডেরায়।
শুকনো পাতার প্রাণহীন শূন্যতায়
মনে পড়বে আমাদের শান্তির
এক আকাশ তারা
সমুদ্রের নোনা জলে কেমন নির্ভীক
ডুবুরি ছিল—
সেদিন তুমি আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
কুয়াশায় মুখ লুকিয়ে বলব
এ আয়ু এ বেঁচে থাকা
কোনো মানে নেই—প্রজন্ম থেকে
প্রজন্মান্তরে।

ঘুমন্ত চেতনা

অনেক আঁটি বেঁধেছি
হিন্দি চুল কেটে
নিরাপত্তা তদন্ত পেতে পেতে
পশ্চাৎদেশ গিয়েছে ফেটে।
মুক্তমনা, ব্লগার এসব উপাধি
রাখো সবাই ঘুমন্ত চেতনার
গায়ে ঝুলিয়ে—
এক দুই তিন গুণে
উঠতে পারবে না
আর কুলিয়ে।

বেঁচে থাকা যায়

স্বপ্ন ভালোবাসা ছাড়া বেঁচে থাকা যায়,
বেঁচে থাকা যায় নৈর্ব্যক্তিকতা কিংবা ঘৃণায়,
বেঁচে থাকা যায় ক্রোধে-ক্ষমায়।
প্রকাশ্যে-গোপনে বেঁচে থাকা যায়,
বেঁচে থাকা যায় বেঁচে থাকার
অভিনয় নিপুণতায়।

হিরণময় নীরবতা

কোন স্মৃতিতে ঝাঁপ দেবার
সাধ জাগে না
ভালো লাগে না
অভিজ্ঞতা বিনিময়।
নীরবতা আহা নীরবতা
সভ্যতা জানলো না তুমি
কতটা হিরণময়।

কষ্ট

পুড়ে যায় ওষ্ঠ
পুড়ে যায়—
ফুসফুস প্রকোষ্ঠ।
পোড়ে না কেবল
হতাশার জঞ্জাল,
আয়ু জুড়ে ঘুমন্ত
তোমাকে না পাবার কষ্ট।

মন খারাপের লিরিক

আমার আঙুলে স্মার্ট ফোন
ঠোঁটে হাসির ঝিলিক
কেউ জানে না কোন অতলে
ভাসছে মন খারাপের লিরিক

জীবিকার ফিকির

জল-ঘাস-ফুল-শিশির
কখনো হবে না দেখা
হয়ে নিমগ্ন নিবিড়;
আমার মাথার ভেতর
খেলা করে জীবিকার
একশো একটা
ফন্দি ফিকির।

হারানো ইচ্ছা

আমাকে কেউ মনে রেখো না
এ শহর, এ ভণ্ড মানুষের দল।
কবে হারিয়ে গেছে
সেই ইচ্ছা যা মানুষকে
বাঁচিয়ে তোলে প্রবল।

কেরানির পাল

হতে পারে এখন শরৎ হেমন্ত শীতকাল
এসব দেখার সময় নেই
সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখে না কখনো
নামজাদা কেরানির পাল

জীবিকার ঘানি

আমার ছোট্ট আকাশ
স্বপ্নের দুটি ডানা,
ভাঁজ খুলে উড়তে
মন করে দিলো মানা।
বললো তোর নিয়তি—
বলদ হয়ে দগদগে
ঘা নিয়ে দু'কাঁধে
জীবিকার ঘানি টানা।

ভাঙলো খেলাঘর

সময়ের আগে শীত এসে গেলো
আয়ুর উষ্ণতার ভেতর
তুমি চলে যাবে অজানার কাছে
এই বুঝি ভাঙ্গলো খেলাঘর!

কন্যাকে

১
ক্লান্ত দু'চোখের শ্রান্তিহরণ
করলো তোমার চপল চরণ
—দীপিতা

২
এই সকাল সন্ধ্যা রাত
হয়ে যেত বরবাদ
না পেলে কন্যা তোমার
স্নেহমাখা দুটি হাত

একলা, একেলা

আমার কোনো 'বেলা' নেই
ছোটবেলা মেয়েবেলা ছেলেবেলা
আমার সব 'বেলা' নীরব নিঝুম
একলা একেলা।

দায়িত্বের পাহাড়

রাখার মতো কোন প্রতিশ্রুতি নেই কোথাও,
নেই কাউকে ভালোবাসার অঙ্গীকার।
সময় মানে এখন দুই স্কন্ধে বয়ে চলা
দায়িত্ব নামক পাহাড়।

মনুষ্যত্বকে মনে পড়ে

ক্রোমোজমের খেলায়
তুমি, সে রঙধনুর
মেলায়
—মনুষ্যত্ব কে মনে পড়ে

মা, তোমাকে মনে পড়ে

শিখিয়েছো অনেক কিছুই জন্মাবধি
শেখাওনি তোমাকে ছাড়া
কীভাবে থাকব আমি শান্ত সুখী।
তোমার ভেতর ছিল সহজ নিটোল হ্রদ
করেছি কত চিৎকার আব্দার
বলেছি দিন যাপনের ক্ষোভ-ক্রোধ।
এখন আমি বোবা পাখি
থেমেছে কথার স্রোত;
চিরকালের তরে মনের মাঝে
বরফ শীতল অবরোধ।
কেউ বলে প্রার্থনা, কেউ বলে
আকাশের তারা—
তুমি জানো, তুমি জানো
তুমি আমার দু'টি চোখে
অবিরল জলের ধারা।
মাটির মানুষ নিয়েছো
মাটিরই আশ্রয়
আমি মানি না, বুঝতে চাই না
আম্মু তোমার ক্ষয়।
যে যা বলে, বলে ফেলুক
আমার অলিন্দে আম্মু তোমার
ছন্দ রয়
লাবডুব লাবডুব, তোমার
শব্দ বেজে রয়
তোমার ছন্দ বয়
তুমি জানো তুমি জানো
আমার মাঝে তোমার শব্দ বেজে রয়
তুমি জানো তুমি জানো
আমার মাঝে তোমার ছন্দ বয়

মৃত্যুর প্রভাব

মানুষ বলে জীবন জটিল
কঠিন সব হিসাব
জেনেছি দিনের শেষে
'মৃত্যু' থাকে শুধু
এ শব্দটির প্রভাব

নীরবতা

স্বর্গ দেখে কাউকে জানানো হবে না আমার
তুমি ছিলে বেহেশত ছিলো ঘর
প্রতি মুহূর্তে বুঝি, বয়ে বেড়াই বুকে
শত অভিমান, অযুত হাহাকার

থাম্বুক

বুড়ো আঙুল মোবাইলে ঘষে ঘষে
ফেসবুকে দিনরাত পার
থাম্বুক হওয়া উচিৎ ছিলো
নাম তোমার

ছারখার

চাঁদকে বলেছি চলে যেতে
বন্ধু দিয়েছে আশ্চর্য প্রদীপ
যার আলোতে সরবে আঁধার;
কে জানতো সে প্রদীপের হোমে
প্রেম ভালোবাসা পুড়িয়ে
আমি হয়ে যাবো ছারখার!

সব নিলো ভুল মানুষ

ভেবেছি তোমাকে
সমুদ্র মাঝে এককোঁটা জল—
বিন্দুর ভেতর সাগর
সে তো তুমি
তোমাতেই আস্থা-অবিচল।
সব দিয়ে ও মনে হয়
আরো বুঝি দেবার ছিলো
সংশয় কুরে খায়
ভুল মানুষ-ই কি সব নিলো!

কাবুলিওয়ালা নই

মন দিয়ে হৃদয় চাইবো
কাবুলিওয়ালা নই
ভালোবাসার মুহূর্তেই
ব্ল্যাঙ্ক চেকে করেছি সই

সবশেষে-মৃত্যু

আমি তো চেয়েছি ইচ্ছে মৃত্যু
সব শেষে,
আকাঙ্ক্ষার বলি উপেক্ষা
করেছি তাই দিব্যি হেসে হেসে।

শরীরী সত্তা

রেখেছি বন্ধক আত্মা
তাতেই মরে গেছে
শরীরী সত্তা

তুমি আমি সে

একদিন তুমি আমি সে
ঐভাবে পড়ে থাকি যদি
গুলি কোপ নানাবিধ
অস্বাভাবিক পরোয়ানা পেয়ে
এ আয়ুর সব অর্জন
নিমেষে হয়ে যাবে একটি খবর
উল্লসিত জনপদ খুঁড়বে
আরেকটি কবর
তারপর গুণতে থাকবে
আঙুলের কড়
তুমি আমি সে
বলবো চোখ মুছে
'তেরা নাম্বার ভি আয়েগা'
জারা ঠ্যারো বৎসে

শুদ্ধ প্রেম

তুমি বললেই শব্দগুলো
পেয়ে যায় সুর,
তুমি অর্ন্তজালে এলেই
সীমান্তের বাঁধা মনে হয় না
অতি দূর।
তোমার অপেক্ষায় অলিন্দে
দুলছে 'পিসা'র ঘণ্টা
জানি না ভালোবাসা না কি
প্রেম, ভুল শুদ্ধ কোনটা।

এখানে অন্য কেউ

তোমাকে দেখি (যদি) কাছে আসো
তুমি আছো সেখানেই, এখানে
অন্য কেউ,
কে কেন জিজ্ঞাসো?

শাস্তি

আমার দোষ ভালোবাসা
শাস্তি হলো প্রেম

প্রেমের চোখে

এক মানুষ এক পৃথিবী
রক্তের রঙ এক লাল
তাও জানি।
তবু বিদ্বেষ অহেতুক হানাহানি
প্রেমের চোখে বিশ্ব দেখি
জাতীয়তাবাদ হবে মেকি।

বিজলির শঙ্কা

স্বপ্ন ঢাকা সীমান্ত মেঘের ছায়ায়
হৃদয় কাঁপে
বিজলির আশংকায়

প্রিয় প্রেম

ক্লান্তি অবসাদ সরিয়ে
আবার চেনা অনুভবের জয়,
প্রেমের চেয়ে প্রিয় কিছু নয়।
সিন্ধু নদের পাড়ে
বসে আছি প্রিয়দর্শিনীর
ত্বকের ঘোরে।

স্মৃতি

ফুরালো আড্ডা হাসি সমবেত গান
পড়ে থাকে স্মৃতি লুকানো অভিমান

খাঁচা

দেহের খাঁচায় বন্দি
রইলো মন,
পরিচয় অজানা
রয়ে গেল
আজীবন।

ব্যবহার

আদমের দুনিয়ায় হাওয়া হলো
বাঁকা হাড়
আগুন ছাড়া সিগারেট
তার কি ব্যবহার!

ডিজিটাল লোভ

দুই চারটি 'লাইক'-এর লোভে
মৃত্যুর মুখে নিজেদের
দিয়েছি সঁপে

পাপ

জীবিকা নামক বোঝা আমরা টানছি বহুবছর
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে ঢেকে দিয়েছি
বর্ষা রোদ্দুর
তবু অসন্তুষ্টি আরো মুনাফার চাপ
চাকরিই আমাদের আজন্ম পাপ

বিরল স্বস্তি

কোটি কোটি ডলার পাচার শেষে
বিরল স্বস্তি আসে।
একটি দুটি ধর্ষণ হত্যার পরে
বিরল নিরাপত্তায়
লোকালয় ভাসে।

মানুষ পরিচয়

১
পোশাক খুলে নিলে পড়ে থাকে নিরাভরণ দেহ,
পরিচয় থেকে 'ধর্ম' মুছে দিলে থাকে 'মানুষ',
পরিচয় থেকে লিঙ্গ তুলে নিলে থাকে 'মানুষ',
সেই মানুষ হতে কেউ চায় না।
হতে চায় ফিটফাট বড়লোক ছোটলোক;
মানুষ হতে কেউ চায় না, চায় ধর্মের লিঙ্গের 'ঘেরাটোপ'।

২
যারা যাবার তারা চলে গেছে
রেখে গেছে স্বর্গ নরক
বেহেশত দোজখ।
পৃথিবীটা আদতে ভাগাভাগি
যাদের মাঝে—তাদের পরিচয় একটাই
কেউ শোষিত কেউ বা শোষক।

৩
আল্লাহ ইলাহ ভগবান ঈশ্বর
সবাই চেয়েছেন 'মানুষ' সৃষ্টি হোক
আমরা তা ভুলে লড়াই মৃত্যু
এসব অনন্তর করছি ভোগ
অপেক্ষা লড়াই হোক মানুষ হবার
'শ্রেষ্ঠত্বের' না।

মিডিয়া

সুখে আছি দুখে আছি
ছকের ভেতর উড়ে বাঁচি
তস্কর হতে চায়
সব্যসাচী
হায় কলিকাল
হায় মিডিয়া নামক
আবাল।

অনুভূতির শেষ পারদ

এমন সব কৃত্রিম সময়,
মুখোশের মানুষ,
বিষিয়ে তোলে অনুভূতির
শেষ পারদ।
হাসি-জানি এ কান্না
ঢাকার এক চেষ্টামাত্র।
কি দীর্ঘ অপেক্ষা পরিবর্তন
আসবে বলে—
ধূলো আসে, আসে দীর্ঘশ্বাস;
পরিবর্তন খুঁজে ফেরে
প্রাণময় মুক্তবাতাস।

বিশ্বস্ত আততায়ী

মুঠোতে ধরা হাত ছুটে গেছে অজান্তেই
ব্যক্তিক সাম্রাজ্য গড়বার আশে।
শিশু স্বপ্নরা কৈশোর ছুঁয়েছে যখন
রক্তরেখার স্পর্শে—
ভুল প্রেমে ভালো লাগারা ভেঙে যেতেই জেনেছি
সেই সাম্রাজ্য বাঁধা ছিল ঠুনকো তাসে।
মঙ্গলকাব্য লিখবার প্রয়াস,
তারুণ্যের ঘুর পথে আলো ফেলে ফেলে
ছুটেছি দিগ্বিদিক—
তুমি বলেছো হে সন্তান গৃহী হও,
রক্তে রক্তে ছড়িয়ে দাও তোমার আবাদ।
নারীপুরুষ মানবতা বিপণ্ন বোধ,
গহীনের নিনাদ
পাশে সরিয়ে যখনই হতে চেয়েছি
বিশ্বাসী কেউ—
জেনেছি সব মিথ্যে-কায় ক্লেশের এ আয়ু
হন্তারক রোগ, স্বপ্নভুক,
নিজের ভেতর থাকা অনিশ্চিতের ভয়
যে করতে পারেনি জয়
তার হত্যাকারী আর কেউ নয়
ভবিষ্যতের বুকে ছুরি মেরে
প্রতিবার আমি ই হয়েছি
আমার বিশ্বস্ত আততায়ী।

আমার স্মৃতি

ইতিহাসের পাতায় পাতায় উহ্য আছে আমার স্মৃতি
ভেঙ্গেছি নিয়ম মুচড়েছি রীতি না করে কারো
কোন ক্ষতি...

তোমাকে খুঁজি না আর

তুমি আছো আমার প্রতি কাজে
তুমি আছো আমার মস্তিস্কের ভাঁজে ভাঁজে
তোমাকে খুঁজি না আমি আর
কোথাও নেই কোন উপশম।
কেউ নেই খেয়েছিস, দেরি
কত দেরি অফিস থেকে ফেরার
জিজ্ঞেস করার।
পাখি উড়ে গেছে
পড়ে আছে পালক, ছানা
আম্মু তোমার..
বলবে না কেউ মুচকি হেসে—
আবারো পরেছিস শার্ট
ওড়না কি নেই তোর কাছে!
তোমার মেয়েটা নেয় ভাব
ছেলে ছেলে
এসব দিন ফেলে
আম্মু তুমি কোথায় গেলে চলে
বইতে পারি না এই বিচ্ছেদের ভার
তোমাকে খুঁজি না আমি আর...

স্তব্ধ জীবনের শিস

কেমোথেরাপি মানে
দেহের কোষে কোষে
বিন্দু বিন্দু বিষ
চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যর্থ করে
'মৃত্যু' হাসে
স্তব্ধ জীবনের শিস

তাঁর কাছে নত

নিজের অধীন
কে হতে পারে
এই বিপুলা পৃথিবীতে!
তাঁর কাছে নত প্রত্যেকেই
তিনি থাকেন আমাদের মাঝে
প্রতি কাজে
জ্ঞাতে কিংবা অজ্ঞাতে

অর্থ

জীবন মানে সময়যাপন
সুখে আর দুঃখে,
স্বপ্নেরা ঝরাপাতা—
শুকিয়ে পড়ে থাকে
ব্যথিত বুকে।

ভুল জীবনাচার

প্রতিবার একই ভুল
যেন বা জীবনাচার,
যাকেই বলেছি
ভালো লাগে
সে পাঠিয়েছে
বিয়ের সমাচার।

অন্তর্জালে বন্দি

মৃত কোষ ছেনে
খোঁজা মনুষ্য অনুভব,
অন্তর্জালে বন্দী ভালোবাসা
সামাজিকতা, এমন কী
প্রাণহীন শব!

বাকি নেই বলার

আমার কিছু বাকি নেই
কাউকে বলার,
জেনেছি সত্য একাকীত্ব—
সঙ্গী হয়ে থাকবে
পথ চলার।

ফিরবে না

যে জীবন আজ আমার মুখ বুক ছুঁয়ে
পায়ে পায়ে চলছে
যে জীবন আমার কণ্ঠে সুর হয়ে বাজছে
যে জীবন আমার চোখে রঙ হয়ে ঝরছে
যতই খুঁজি
সময় শেষ হলে তা আসবে না ফিরে আর
যতই বলি 'রাব্বির হাম হুমা কামা
রাব্বা ইয়ানি সাগিরা'
তোমাকে জানানো যাবে না
তোমাকে ছাড়া আছি কেমন দিশেহারা।

শেষ ট্রেন

ভাঙ্গা গিটার
অস্থির তার
ছেঁড়া রিড
হারমোনিয়াম
করে নিলাম
ধূলো পড়া বাঁশি
সকলই অতীতবাসী
বৈদ্যুতিক তানপুরা
ইঁদুর খেয়ে গুঁড়া গুঁড়া
আমিও ছিলাম একদিন
লেগে থাকার দলে
অর্ধেক গ্লাস
আর ছাই হাতে
নীল আগুনে
মিশিয়েছি
সবুজের ছাল
চোখ ছিল
সময়ে ঠিক
তাক করে
নৌকার হাল
উঠে গেছি
শেষ ট্রেনে

প্রিয় ফুল, নির্ভুল

প্রিয় ফুল
নির্ভুল
দলে গেছে
দুই পায়।
প্রিয় রঙ
সেজে সঙ
মেখে গেছে
মুখোশের গায়।
লোক লাজ
কাগজের ভাঁজ
গোলাপ পাপড়ি
নীরবে শুকায়।
নীল আশ্বাস
অম্ল বিশ্বাস
মন খারাপ
করা হুল।
উড়ে যায়
প্রিয় ফুল
নির্ভুল
স্বস্তির সন্তান—
শয্যায়।

আকাশের উরু কাঁপে

ঢেউ উঠে
ছুঁয়ে পাথরের পা
আকাশের উরু কাঁপে
মাঝরাতে
তারাদের সাথে
রেলের স্লিপারে
ঝনঝন নুপূরে
কয়েকজন পুরুষ
দু'জন নারী
বন্ধুত্বের নোনা বারী
মেখে ঘরে ফেরে
বাক্সে দেখা সম্পর্ককে
মেরে তুড়ি

জীবনের গল্প হোক

আগুন জল
রঙ বদল
আকুতির অভাব
তফাত যাক
দেখেছি তো যম
সাদা কাপড়ের ওম
মাটির কোরক
বেঁচে থাকা মানে না
কোন শোক।
আজ জীবনের গল্প হোক
পুড়ে যাওয়া বুক
অস্থির ঠোঁট
না মিশানো
রঙ মাখুক;
আজ জীবনের
গল্প হোক।

বাস্তু কবুতর

দশটা ছ'টার খাঁচা
কুমড়ো ফুলের মাচা
শুকিয়েছে, মুখ
মুক্তির জন্যে উন্মুখ
জানতে চায়নি কেউ
কপোলে কীসের দাগ
বলে গেছে ঘুম ছাড়া
রাত, পেছনে সাহারা
সামনে গিরিখাদ।
বৃষ্টির দামে কেনা
মুঠো রোদ্দুর
গুমরে কাঁদে ছুঁয়ে
থাই গ্লাস
খাঁচাতেই রাখা
মুখের গ্রাস,
জানে মরে বেঁচে
থাকা বাস্তু কবুতর।

শূলে চড়ে হলুদ হাড়

বিচ্ছিন্ন গাছ
বিশ্বায়নের সন্ত্রাস
নেই আলোর
ফুলঝুরি,
মৌলবাদ নাম নিয়ে
অনুভবের লুকোচুরি,
একদিন তুমি
একদিন আমি
রক্তের ডুবুরি;
বিশ্বাসের করাতকল
সবুজ প্রকৃতি
সাদা মানুষ
হয়ে যায়
নিমেষে কতল।
ভুল কার?
তোমার-আমার,
মূল্য দিতে শূলে চড়ে
হলুদ হাড়—
নিরামিষ প্রজার।

সাচ্চা গান

ঘুমভাঙা গান
আমি ধর্মপ্রাণ
হতে পারো তুমি
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান
আমি সংখ্যাগুরু
তুমি সংখ্যালঘু
আমার নিচে
তোমার স্থান
ঘুমভাঙা গান
আমি সাচ্চা ধর্মপ্রাণ

অফলাইন

অভিমানে ডুবে যখন
ভাবছি অফলাইনে যাই
হঠাৎ দেখি হোয়াটস্‌অ্যাপে
জ্বলে উঠেছে তোমার লেখা
হাই!

পুরোনো টুথপেস্ট

পুরোনো অভ্যেস
সকালের টুথপেস্ট
ছেঁড়া যদি যেত
এক ধাক্কায়,
খাঁটি দুধ
মেঘদূত
রঙ চায়ের কাপে
ঝলকায়,
সারি সারি শাড়ি
ভাঁজে ভাঁজে
আদর তোমার
বাহারি,
পুরোনো অভ্যেস
থেকে যায় রেশ
ছেঁড়া হয় না
এক ধাক্কায়।
মৃতের মিছিলে
তুমিও যে ছিলে
ভুলে যাই
আমি অসহায়...

শূন্যতায় মেঘমল্লার

আগন্তুক অনুভূতি শূন্যতার
ভেতরে বাহিরে মেঘমল্লার

মনব্রাজক

মনব্রাজক ছিলাম তো
আমি অনাদিকাল
ভালোবাসা দেখেছি
দেখেছি ঘৃণা ও উত্তাল
সয়েছি মিথ্যা প্রেমের
কুশীলব ছায়া
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে
রিপুর অকারণ তাড়না
তবু হিজলের বন, জীবনানন্দ
একটু প্রাণের গান
খুঁজে বেড়াই ব্যক্তি থেকে
ব্যক্তিতে কেন জানি না

নিষেধের 'না'

এভাবে লিখে না
ঐভাবে বলে না
এটা পরে না
এসব 'না' এর
শত তালিকা
করা যাবে এক নিমেষে;
ভাই ভগিনী আপনারা জমিদার
আছে বাবা-স্বামীর তালুক,
এ তো আপনাদের মুল্লুক.
কি কি করলে নাম উঠবে
'নিদাগ' তালিকায়
যদি জানাতেন হায়,
আমরাও সৈনিক হয়ে
যেতাম না হয়
ক্বাবা রক্ষায়!

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শিষ্য

সমপ্রেমীর রক্তে ভিজে
শুদ্ধ (!) হচ্ছে বিশ্ব
আড়ালে হাসছে
ঐ দেখো
ডোনাল্ড ট্রাম্পের শিষ্য

ধার্মিক কবি

ওরা অনেকেই দেখতে মানুষের মতো
চোখ কান হাত পা আছে সবই
জেন্ডার ইস্যুতে ওরা প্রায় প্রত্যেকেই
হয়ে ওঠে
বিভিন্ন ধর্মের ধার্মিক কবি;
জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে তাদের—
তোমরা কি আজ আয়না দেখেছো,
আঁচড়েছো চুল?
তাহলে কীভাবে বরাবর করে যাও
একই, একই ভুল!

আমিত্ব'র চর

দিয়েছি তো দু'হাত ভরে
যাকে যা ছিল দেবার
বিস্তর,
পেয়েছি বিনিময়ে চোরাবালি
নদী ঢেকে দেয়া
আমিত্ব'র চর।

হারানো ফুলকি

অহম বোঝে মানুষ,
বোঝে নিজস্ব সম্মান;
পারিবারিক মর্যাদা
হেন-তেন আরও কত কী!
জানে না শুধু পাশে বসা
সঙ্গীর মর্মবেদনা, কারণ
মানুষের ভেতর থেকে
হারিয়ে গেছে
ভালোবাসার ফুলকি।

আমাকেই খোঁজো

প্রেমের রসায়ন, দেহে—
বোঝা হলো না আজও
মন বলে মধ্যরাতে
একা একা তুমি
আমাকেই খোঁজো!

ব্যথার অনুবাদ

অনুবাদ যদি নেই ব্যথার,
বিভাজন হয়
কি করে মানুষ হত্যার!

ধারে কাটা

বিদ্রোহের হোমে
ভেতরে ভেতরে
হচ্ছি অঙ্গার
ভুলে যাই
বরফেরও রয়েছে
কেটে নেবার ধার!

লুকোনো পক্বকেশ

মস্তক ঢাকা পাখিতে
ভরিয়া গেল দেশ
আমিও কি তোমাকে
সেভাবেই লুকাইব
হে মোর পক্বকেশ!

দুঃখী আত্মা

জীবিকার দোহাই দিয়ে
নিজেকে বিষ পান করাই
সপ্তাহের পাঁচদিন।
হে আমার দুঃখী আত্মা
তুমি কোনদিন মুক্ত হবে
বিশ্বাস করো
আরেকটু বাঁচো
হতাশায় হয়ো না
এমন তীব্র লীন।

তুমি উপশম

ব্যথা তুমি
তুমিই উপশম
তুমি ঝাঁঝাঁলো রোদ্দুর
রোদের ভেতর
তুমি ছায়ার বুনন

রোদ পাখা, মানুষ

এ ঘন ঘোর বর্ষায়
বৃষ্টির কোন আয়োজন
আমাকে দোলায়নি
মেঘদূত হয়ে;
মানুষের সন্ত্রস্ত চাহনি
ত্বকের নিচে থাকা
শোণিত ঝরে যাবার
অবেলার আশংকা
এ শ্রাবণকে
শ্বাপদের হাতে
তুলে দিবে নিশ্চিত
জেনে প্রেমেও পড়েনি
এ দুর্জন।
আত্মা বলে আরো বেশি
মায়ায় জড়িয়ে ধরো
মানব মানবীকে
এভাবেই একদিন ক্ষত
ভালোবাসা মন্দলাগা
একে অন্যের ছুঁতে ছুঁতে
কে জানে আমরা হয়তো
মানুষ হয়ে উঠবো
জলের বা রক্তের নিচে
রোদ পাখা মেলে দিয়ে।

যত্ন করে বারবার

পালানো মন
মেঘেদের গর্জন
ছেঁড়া ঘুংগুরের
সংবেদ,
মুছতে চাই আমি—
ভুলতে চাই আমি—
রক্তের আলপনা
না না আর
মনে করব না।
এ জাগ্রত কর্টেক্স
অশান্তির কারাগার,
তাই তো ওরা
কল্লাই নামায়
যত্ন করে বারবার।

শিশ্নবাদী পৃথিবী

এসো ঢেকে ফেলি এই অকার্যকর মস্তিষ্ক কিংবা মনন
এসো হয়ে উঠি এই শিশ্নবাদী পৃথিবীর একজন

স্বজন হারানোর স্বাদ

ঝুলনের গান উন্মাতাল
মেঘেদের উঁকি
হাল ছাড়া নৌকার পাল
উড়ছে তখন
বাউরি বাতাস
এ তোমার ঠোঁটের ঝাল
না না না
চোখে জল এনো না
ফিরিয়ে দাও হিসাব
ওদের ও বুঝতে দাও
স্বজন হারানোর স্বাদ

মূক ও বধির নই

রোদ তাপানো
কচ্ছপ, বৃষ্টি দেখলেই
খোলসে ঢুকে যাই।
সামনে ধরা আছে
৫৭ ধারার বই।
যদিও প্রবোধ আছে
স্বপ্নে, আমরা
মূক ও বধির নই

বরবাদ সভ্যতা

ছিঁড়ছে একটু একটু
করে, বেঁধে রাখা তার।
শার্টের বোতাম
উড়ে যায় ধীরে
বুকে রাখা খাম।
প্রহর গুণে জব্দ
ভালোবাসা উদ্দাম;
রুটিনে গুটোয়
লম্বা পথের ছক,
শুনি সেই পুরোনো
শ্লোক-বেঁচে থাকা মানে
মেনে নাও নুয়ে যাও
সয়ে যাও ক্ষোভের
লাল মরিচ ডুবন্ত
চিনির শরবতে,
নেমো না নেমো না
ভুলেও রাজপথে,
ঝিমাও তুমি রাতে
ক্লান্তির বালিশ সাথে—
ঘুম আসবে না
কেউ ভালোবাসবে না
ছিঁড়ে যাবে তার
মৃত কাকের চোখ
সারে সার,
উপেক্ষা করে বলবে
সভ্যতা ধন্যবাদ—
তুমি আমাকে যদিও
করেছো সম্পূর্ণ বরবাদ।

ওয়াই-ফাই এ বন্দি

বিষাদ ঘ্রাণ
রোদে ভেজা
দেহের গান
চলছে অবিরাম
ঘুমের সাথে
হাতাহাতি
মাতামাতি
ঠোঁট চুমে ধূম
তোলপাড়
ছানাপোনা রুম
সভ্যতার শাপ
ওয়াইফাইয়ে বন্দি
শিশু, মা ও বাপ

রুপোলি চুলের গল্প

শিরা উপশিরায় ছুটে চলা
রাগী শোণিত শান্ত হলে
দেখি কতক রুপোলি চুল,
তাদের বিগত কাজল কালো
সময়ের গল্প বলতে বলতে
ঝরে যাচ্ছে, আবার
জন্মাবে বলে।

দায়িত্বের ফণিমনসা

এসো ঘুমের ঘোরে
ক্লান্তির পাঁচ পা,
তোমার আকাশে
অর্ধচন্দ্র—
প্রেমের নকশা।
আমার বুকে
নিদ্রিত সন্তান,
মাথার ভেতর
হাজার দায়িত্বের
ফণীমনসা।

জ্বল জোনাকি

বুকের ব্যথা
জ্বল জোনাকি
হাঁসের পিছল গা
মায়ার শিকল
বাঁধছে কেবল
আমার দু'খান পা
এ জীবন ভালো
লাগে না
আমি কোথাও
যেতে পারি না
এ জীবন আমার
ভালো লাগে না

কে সমুখে দাঁড়ালে?

লেটারবক্সগুলো
ঢাকা পড়ে গেছে
ইনবক্সের আড়ালে,
বিভ্রম সবই আজ
সত্যি তুমি অথবা
ভার্চুয়াল তুমি
কে আসলে
সমুখে দাঁড়ালে!

জল পানি'র কাহানি

ছেলেটি বললো 'জল'
মেয়েটি বললো 'পানি'
এখানেই শেষ হলো
তাদের ভালোবাসার
কাহানি।

চেপে বেঁচে থাকা

নিত্য তুমি নিত্য আমি
অনিত্য 'আসছে সময়'
গাঢ় থকথকে বেঁচে থাকা
প্রাণের পরে চেপে রয়

খারাপ মেয়ে, সবুজ?

তুমি প্রশ্ন করো না?
ইশ তুমি কি ভালো!
তুমি রোদ মাখো না?
উফ তুমি তুমি তুমি ই
দোজাহানের আলো।
তোমার সবটা ঢাকা?
তোমার জন্য একক স্বর্গ
একেবারে বাঁধা।
ভাবছো আমার হবে কি!
আমার জন্যে সমুদ্র বালু
জলের হাতছানি,
আমার জন্যে পাহাড়ের উপর
পূর্ণিমা মেঘের কানাকানি
ভালোরা ইট চাপা হলুদ ঘাস
খারাপ মেয়েরা
সুখে-দুঃখে সবুজ থাকে
হোক সে হিজরি সন
কিংবা ইংরেজি
বারোমাস।

মুঠোভর্তি পাপ

ধরছি মুঠোয়
কার পাপ
প্রবল বিকেলে
এ কি প্রলাপ
শুনি শুধু
প্রবোধবাক্য
দিও না দিও না
কারো বিশ্বাসে
ধাক্কা আঘাত
আমারো ঘাড়
মুড়ে বলার সাধ
জাগে
ভেঙে সভ্যতার
পক্ষাঘাত
প্রবল বিকেলে
মুঠোভর্তি
ভালোবাসার
সংলাপ
কাগজ না
থাকলেই
তোমরা যাকে
তাক করে
দিয়ে ফেলো
নানা কীয়ার দাগ